গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

বিষয়: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালুর অনুমতি প্রাপ্ত এবং ব্যানবেইস থেকে EIIN নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ২০১৯ সালে জে.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় হতে নিবন্ধন বিষয়ে আলোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জাবেদ আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৪ মে, ২০১৯
সময়	:	১১:০০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ (কক্ষ নং-১৮১৫, ভবন নং-৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

১.০ সভাপতি সভার প্রারম্ভে সভায় আগত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব অসীম কুমার কর্মকার, সিনিয়র সহকারী সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-২) সভা আহবানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতিপয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ ব্যানবেইস থেকে EIIN নম্বর প্রাপ্তির পর তাদের প্রতিষ্ঠানের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে password চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীতে আবেদন করেন। কিন্তু বোর্ডের প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি প্রাপ্তির পর ব্যানবেইস থেকে EIIN নম্বর পেলে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে জেএসসি নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ২০১৭ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির অনুমতিপ্রাপ্ত এবং ২০১৯ সালে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ হতে নিবন্ধনের আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখিত বিদ্যালয়সমূহে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি না থাকা সত্বেও তাদেরকে ২০১৯ সালে জেএসসি পরীক্ষায় নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া যাবে কিনা তার দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী অনুরোধ জানিয়েছেন। এ ধরনের সমস্যা অন্য বোর্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে বিধায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে অদ্যকার সভা আহবান করা হয়েছে।

২.০ আলোচনা: সভাপতি জানান, শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে প্রথম পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২ (দুই) বছর পর উক্ত সিদ্ধান্ত হতে ফিরে আসা হয় এবং সকল কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ফেরত প্রদান করা হয়। প্রফেসর ড. মো: আব্দুল মান্নান, পরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর জানান, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২/৩টি সভা হওয়ার পর কমিটির কার্যক্রম আর অগ্রগতি হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তার সঠিক তালিকা কোন বোর্ডের কাছে নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হতেও কোন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এর চেয়ারম্যান, মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা হবে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের কোন নীতিমালা নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম-সচিব সভাকে অবহিত করেন, ২০১৭ সাল পর্যন্ত তার মন্ত্রণালয় হতে মোট ৮০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক, ব্যানবেইস জানান, ২০১৫ সালে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর অনুমতির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেহেতু এটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেহেতু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি থাকলে EIIN নম্বর দেয়া হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর বাস্তবায়ন এবং ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে ১৬/৫/২০১৭ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, মন্ত্রিসভার পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালুর অনুমতি প্রদানের আবেদনসমূহ বিবেচনার সুযোগ নেই এবং প্রাথমিক শিক্ষা ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ২০১৭ এর পূর্বে ৭০৩টি প্রতিষ্ঠানে EIIN দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে EIIN বন্ধ করা হয়।

৩.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

(ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত EIIN নম্বর প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে password প্রদান করার সুপারিশ করা হয়;

(খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত EIIN নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা ব্যানসেইস এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার সুপারিশ করা হয়;

(গ) পরবর্তীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বিষয়ে সভা করা যেতে পারে।

৪.০ সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/৫/২০১৯
(জাবেদ আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক)

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬৪.১২(অংশ-১)-১৮৬ তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৩০ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, ১ সোনারগাঁও রোড, (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৬। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ...(সকল)।
৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯। সিনিয়র সহকারী সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩০/০৫/২০১৯
(আনোয়ারুল হক)
উপসচিব